আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া বাজারে ভাই ভাই ট্রেডার্সে চুরি

আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া বাজারে ভাই ভাই ট্রেডার্সে চুরি হয়েছে। ৫০ হাজার টাকার মালামালসহ ড্রয়ারের তালা ভেঙে কিছু নগদ টাকাও চুরি গেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের হাটবোয়ালিয়া বাজারে প্রধান সড়কের লালব্রিজ এলাকায় অবস্থিত মেসার্স ভাই ভাই ট্রেডার্সে দুর্সাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত ২৬ নভেম্বর বুধবার দিনগত রাতে দোকানের পিছনের দিক দিয়ে টিন কেটে প্রবেশ করে চোরচক্র। পরে তারা দোকানে থাকা সিনজেনটা ও বায়ার কোম্পানির কীটনাশকসহ নগদ অর্থ চুরি করে নিয়ে যায়।
স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, তিন মাস আগেও একই দোকানে একই কায়দায় চুরি হয়েছিল।

এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ভাই ভাই ট্রেডার্সের মালিক সুজন আলী জানান, গোডাউনের টিনের চাল কেটে ভিতরে প্রবেশ করেছে চোরচক্র। ৫০ হাজার টাকার অধিক মালামাল ও ড্রয়ারে থাকা কিছু খুচরা টাকা চুরি গেছে। এব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানায় অভিযোগ করছি।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানা কর্তৃপক্ষ জানান, এই চুরির ঘটনার অভিযোগ পেয়েছি। তিনটি আন্তজেলা সংযোগস্থলের কেন্দ্র এই হাটবোয়ালিয়া বাজার। তাই চোরেরা চুরি সংঘটিত করে খুব সহজেই পার্শ্ববর্তী জেলায় লুকিয়ে পড়ে। আমরা এই সক্রিয় চোরচক্র ধরার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

দামুড়হুদা রেসিডেন্সিয়াল

আইডিয়াল স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দামুড়হুদা রেসিডেন্সিয়াল আইডিয়াল স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বৃত্তি প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, ক্লাস পার্টি ২০২৫ ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১০টায় দামুড়হুদা মিনি স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, এই স্কুলের শিক্ষার মান দিনদিন উন্নত হচ্ছে। বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএ) আয়োজিত পরীক্ষায় সারা দেশে চতুর্থ শ্রেণির ৩ জন শিক্ষার্থী প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি পেয়েছে। এর মধ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী তাবাসসুম আফরিন বাংলাদেশে প্রথম স্থান অধিকার করায় আমি এই ক্ষুদে শিক্ষার্থীসহ স্কুলের সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানাই।

অনুষ্ঠানে স্কুলের চেয়ারম্যান আব্দুল হালিমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম এবং দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ।

স্কুলের সহকারী শিক্ষক মাহফুজুর রহমানের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক জসিম উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক রুহুল আমীন, মোতাহের হোসেন, রায়হান হোসেন, আফিয়া, জিনিয়া, মাহমুদা, সুবর্ণা আক্তারসহ স্কুলের সকল শিক্ষকবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথি, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকমণ্ডলী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। পরে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়।

যে প্রতিশ্রুতি পূরণ সম্ভব নয়, তা দেব না

ওই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না যেটা পালন করতে পারব না বলে জানিয়েছেন বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। গতকাল বুধবার বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের ১০টি স্থানে পথসভা করেন তিনি। এসময় বাবু খান এ কথা বলেন।

মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, ওই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না যেটা পালন করতে পারব না। যেমন বেহেশতের টিকিট দেওয়া। এই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না। কারণ আমরা জানি, এখানে যারা নেতারা আছেন, আমিসহ আমার কর্মী-সমর্থক এবং আপনারাও অনেকেই জানেন এটা পালন করা সম্ভব না। আমরা ওই প্রতিশ্রুতি দেব না। আমরা কী প্রতিশ্রুতি দেব?… আপনার সন্তান লেখাপড়া শেষ করলে বেকার থাকবে না এই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব। আমরা এই প্রতিশ্রুতি দেব যে এখানে অনেক দিন ধরে হাসপাতাল হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে, তবে হয়নি। আপনাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এখানে যাতে ৫০ শয্যার হাসপাতাল করা যায় সেই উদ্যোগ আমরা নেব। এছাড়া রাস্তা-ঘাট ও অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করব। আমরা কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়েও কাজ করব।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী আরও বলেন, যতগুলো কৃষি প্রধান জেলা আছে, তার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা অন্যতম। এখানে শুধু ধান, পাট, ভুট্টা, আখ এসব সাধারণ ফসলই হয় না; হয় ব্যতিক্রমী ফসলও। ফুলের চাষ হয়, ফলের চাষ হয়। পেয়ারা তো আমাদের কাছে পুরোনো বিষয়। এখন কমলা, মাল্টা, ড্রাগন, স্ট্রবেরি এমনকি আঙুরেরও চাষ হচ্ছে। এটা সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনার ফল। অন্য কোনো জেলায় এভাবে হয় না। এটাকে আরও উন্নত করতে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি চুয়াডাঙ্গায় পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হবে। এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে, উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এসময় বিএনপির ৩১ দফার প্রসঙ্গ টেনে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন,

বাংলাদেশের মানুষের যা যা প্রয়োজন সবই বিএনপির ৩১ দফার মধ্যে রয়েছে। ভবিষ্যতে যদি এমন কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় আসে যা ৩১ দফার মধ্যে নেই সেটিও যোগ করা হবে। বিএনপি জনগণের কথা ভাবে। জনগণের কথা ভাবার কারণেই আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েও কখনো পিছিয়ে যাননি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ আলী, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, সিনিয়র সহসভাপতি আক্তার হোসেন, সহসভাপতি আব্দার আলী, দর্শনা থানা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম যুদ্ধ, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আসলাম উদ্দীন, বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. আশাবুল হক, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক, বিএনপি নেতা মো. জিল্লুর রহমান প্রমুখ।

দামুড়হুদায় দায়সারা গোছের প্রাণীসম্পদ মেলার উদ্বোধন

দামুড়হুদায় দায়সারা গোছের জাতীয় প্রাণীসম্পদ মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। “দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ হবে উন্নতি” এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে দামুড়হুদায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী মেলা দায়সারা ভাবে উদ্বোধন করা হয়। মেলার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্যোক্তা ও খামারিদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হলেও, উপজেলার বড় বড় খামারিদের কেউই মেলা সম্পর্কে অবগত নন।

উদ্বোধনী র্যালীতে অংশ নেন আয়োজক কমিটিসহ সরকারি কয়েকজন কর্মকর্তা। সেখানে খামারী ও উদ্যোক্তাদের উপস্থিতি চোখে পড়েনি। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আয়োজনে হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতি দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন খামারী, উদ্যোক্তা ও সচেতন মহল। এছাড়াও মেলার স্টলগুলো ফাঁকা পড়ে থাকতে দেখা গেছে। গুটি কয়েকটি

স্টলে রুগ্ন পশু-পাখি প্রদর্শন করা হয়, যা নিয়েও অতিথিদের মুখে নানা সমালোচনা শোনা গেছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টায় প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল দামুড়হুদার বাস্তবায়নে এবং প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রাণিসম্পদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের উপপরিচালক ডা. আ. হা. ম. শামীমুজ্জামান। তিনি বলেন, প্রাণিসম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। পুষ্টি ও দরিদ্র বিমোচনে এবং গ্রামীণ জীবিকায় এ খাতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুনুর রশিদের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিআরডিবি কর্মকর্তা লুৎফর নাহার, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ফারুক মহালদার, আইসিটি কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রদর্শনী দেখতে আসা অনেকেই বলেন, সত্যিকার অর্থে প্রাণিসম্পদ খাতকে উন্নত করতে হলে তৃণমূল পর্যায়ের খামারিদের যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত। তাদের অভিযোগ বছরে এক-দুই দিন মেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না; প্রকৃত ও সক্রিয় খামারিদের মূল্যায়ন করা হয় না।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের এক ভেড়া খামারী জানান, ৮/১০ বছর ধরে তিনি ভেড়া পালন করছেন এবং তার খামারে প্রায় ৫০টি ভেড়া রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি সরকারি প্রাণিসম্পদের কোনো সেবা পাননি। পিপিআরসহ নানা রোগের টিকার জন্য নিজ খরচে বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, “সরকারি কোনো সেবা পেলাম না, মেলা হলেও জানতে পারি না।”

হাউলী ইউনিয়নের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনকারী এক নারী খামারী বলেন, তিনি প্রায় ৩০ বছর ধরে ছাগল পালন করছেন। বর্তমানে তার

বাড়িতে ২৮টি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আছে। কিন্তু কেউ কখনো খোঁজ নেয়নি। তিনি বলেন, “প্রাণিসম্পদ কী—তারা কী করে, আমি জানি না। ছাগলের পিপিআর টিকাও আমাকে নিজের টাকা দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।”

দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুরশেদ বিন ফয়সাল বলেন, সরকার প্রতিটি খাতকে উন্নত করতে প্রচারণা ও সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এ মেলা সম্পর্কে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদেরও জানানো হয়নি। তিনি বলেন, “সরকারের উদ্দেশ্য প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষকে উন্নত জাতের পশুপাখি লালন-পালনে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু দামুড়হুদায় তার ঠিক উল্টোটা দেখা গেছে।”

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র বলেন, “আমাকে শুধু অনুষ্ঠানের সভাপতি করা হয়েছে। এর বাইরে আর কিছু আমার জানা নেই।”

আলমডাঙ্গায় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চে এই উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আশীষ কুমার বসুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডা. দীনু বন্ধু সাহা। বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মাহামুদুল হাসান, আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের আমির শফিউল আলম বকুল, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যাপক ড. মাহবুব আলম, আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর

রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা জামায়াত সেক্রেটারি মামুন রেজা, এবি পার্টির রাকিব হাসান প্রমুখ।

“দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ হবে উন্নতি”এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে প্রধান অতিথি বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতির আদিম স্লোগান ছিল ‘গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ’। তাই মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামের খামারিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গবাদি পশু পালনে উদ্বুদ্ধ করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। চলমান অর্থনীতিতে আমরা মাছ, মাংস, ডিম, দুধের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছি। উর্বর কৃষিজমিতে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি পশুপালনও এগিয়ে চলছে।

আলমডাঙ্গার ইটভাটা মালিকদের আতঙ্ক, অধিকাংশ ইটভাটার নেই বৈধ অনুমোদন

আলমডাঙ্গা ইটভাটা মালিকেরা উচ্ছেদ অভিযান ও আর্থিক ক্ষতির ভয়ে আতঙ্কে দিন যাপন করছেন। চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার চারটি ইটভাটা উচ্ছেদ হওয়ার দৃশ্য দেখার পর আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাটা মালিক ও দিন মজুর শ্রমিকরা দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। অধিকাংশ ইটভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন বৈধ অনুমোদন না থাকায় এই আতঙ্কের প্রধান কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলায় মোট ৮৩টি ইটভাটা রয়েছে, যার মধ্যে আলমডাঙ্গা বৃহত্তর উপজেলায় ২০টি ইটভাটা অবস্থিত। প্রতিটি ইটভাটায় গড়ে ৩০০ শ্রমিক, গাড়ি চালকসহ লেবার ও ব্যবসায়ীদের সাথে মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত।

ইটভাটার প্রস্তুতি, অবকাঠামো, কাঁচামাল সংগ্রহ এবং জ্বালানি ব্যবহারের বিষয়গুলো ২০১৩ সালের আইন ও ২০১৯ সালের সংস্কার

অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত। ২০২২ সালে সংযোজন করা হয়েছে, যদি কোনো ইটভাটা ৫০০ মিটারের মধ্যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে থাকে, তবে তার অনুমোদন বাতিল করা হবে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর ইট পোড়াতে গাছের খড়ির পরিবর্তে কয়লা ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন।

আলমডাঙ্গার ২০ জন ইটভাটা মালিক বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। আলমডাঙ্গা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি আসিরুল ইসলাম সেলিম বলেন, এই মরসুমে ইটভাটায় ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছি। যদি ইটভাটা বন্ধ বা উচ্ছেদ করা হয়, তাহলে আমি ও আমার শ্রমিকরা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ব।

জীবননগরে গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটির ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটির ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় জীবননগর উপজেলা পরিষদ হলরুমে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মো: আল-আমীনের সভাপতিত্বে সভায় কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, বাড়ির কাছে গ্রাম আদালত, কেন হাঁটিব দূরের পথ। তিনি বলেন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ গ্রাম আদালতে আবেদন করে কোনো উকিল নিয়োগ বা ঝামেলা ছাড়াই আইনের সেবা পেতে পারে। গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে নতুন বিরোধ সৃষ্টি হয় না। আইনের সেবা প্রদানে চেয়ারম্যানদের আরও স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ থাকতে হবে এবং উচ্চ আদালতের মামলা জট কমাতে নিয়মিত গ্রাম আদালত পরিচালনা করতে হবে। এছাড়া তিনি ইউপি চেয়ারম্যানদের পরামর্শ দেন, গ্রাম আদালতের এখতিয়ারভুক্ত মামলা দ্রুত এবং সচেতনভাবে নিস্পত্তি করতে।

প্রকল্পের উপজেলা সমন্বয়কারী শিশির চৌকিদারের সঞ্চলনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য সচিব ও সমাজসেবা কর্মকর্তা জাকির উদ্দিন মোড়ল, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (অপারেশন) আতিয়ার রহমান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মো: তাজুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান/প্রশাসক, গণমাধ্যমকর্মীসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

দামুড়হুদায় দুই মাটি ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদার সুবলপুর গ্রামের মাঠে ফসলি জমি ধ্বংস করে মাটি বিক্রির অপরাধে দুই মাটি ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকার অর্থদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কে এইচ তাসফিকুর রহমান।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের মাঠে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় কৃষি জমি ধ্বংস করে মাটি কাটার অপরাধে মাটি ব্যবসায়ী গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত মফিজুল হকের ছেলে রিপন ও সুবলপুর গ্রামের আবু বক্করের বিরুদ্ধে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে দামুড়হুদা উপজেলার সুবলপুর গ্রামের কেসমতপুর মাঠে অভিযান চালানো হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় দুইজনকে আটক করা হয়। পরে তাৎক্ষণিকভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের অধীনে অভিযুক্ত দুই মাটি ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি পরবর্তীতে এ ধরনের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাজের সময় সহায়তা করেছেন দামুড়হুদা মডেল

থানার একটি পুলিশ দল।

দামুড়হুদায় ৪টি ইটভাটা গুড়িয়ে দিলো পরিবেশ অধিদপ্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় পরিবেশ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে চাঁরটি অবৈধ ইটভাটা গুড়িয়ে দিয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা পরিবেশ অধিদপ্তরের তত্বাবধানে খুলনা বিভাগীয় পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিট্রেট মমতাজ বেগম অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার রাইসা ব্রিকস ইটভাটা, বর্ষা ব্রিকস ইটভাটা, চিৎলার হিরো ব্রিকস ইটভাটা ও দেশ ব্রিকস ইটভাটা এ অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা পরিবেশ অধিদপ্তর। এসব ইটভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সহ কোন বৈধ কাগজ পত্র দেখাতে না পারায় এসব ইটভাটার ইটের গাধুনির ফিক্সর্ড চিমনি ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাইম হোসেন।পরিবেশ অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় নির্বাহী ম্যাজিট্রেট মমতাজ বেগম।

চুয়াডাঙ্গা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, ভাটার মালিকগন ভাটার বৈধ কেন কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত-২০১৯) অনুযায়ী ৪টি ইটভাটা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযান অব্যহত থাকবে বলে ও তিনি জানান।

অভিযানে সহযোগিতা করেন, সেনাবাহিনীর টিম, র্যাব-১২ মেহেরপুর-গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার আব্দুল ওয়াহিদ, চুয়াডাঙ্গা পুলিশের একটি দল, আনসার ও চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের একটি দল।

দর্শনা কেরু শ্রমিক ইউনিয়নের ভোটের দাবিতে দু-পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরু শ্রমিক ইউনিয়নের ভোটের দাবিতে দু- পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে আহত ১২। এতে আহত হয় শ্রমিক আব্দুল মোতালেব (৫০), রবিউল ইসলাম (৪৮), সালাউদ্দীন (৩৫), উজ্জল(৪০), সাইফুল ইসলাম মকুল(৫০)।

দর্শনা পৌর বিএনপি’র প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট (৫৫), হিরোক (৪৮), রাসেল উদ্দীন টগর (৫০) সহ কমপক্ষে ১০-১২ জন আহত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টায় দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্সের নেতৃত্বে পূর্বের কর্মসূচি অনুযায়ী নির্বাচনের দাবিতে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে নির্বাচন বন্ধের বিষয়ে কেরুর সাবেক সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ ও কেরুর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানকে দায়ী করে স্লোগান দিতে থাকে।

এ সময় কেরুর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান সাবেক সভাপতি সবুজকে রাব্বিক হাসান তার অফিস কক্ষে ডাকেন। এ সময় সবুজ তার পরিষদের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ব্যাবস্থাপনা পরিচালকের অফিস কক্ষে প্রবেশ করলে তৈয়ব আলী ও মনিরুল ইসলাম পিন্সের সমাবেশ থেকে বেশ কিছু বহিরাগত উশৃংখল যুবক এমডির অফিস কক্ষে জোর পূর্বক ঢুকে পড়ে।

এ সময় চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক মোতালেবের সাথে বাক বিতন্ডা শুরু হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এরপর শুরু হয় সাবেক সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ ও তৈয়ব ও পিন্স সংগঠনের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। এ সময় পুলিশ ও সেনাবাহীনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এক পর্যায়ে সবুজ তার পরিষদের লোকজন নিয়ে অফিসে চলে যায়।

এরপরপরই তৈয়ব আলী ও পিন্স সংগঠনের শ্রমিকদের নিয়ে কেরুজ জেনারেল অফিসের সামনে বসে পড়ে অবস্থান নেয়। এবং নির্বাচনের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। এমডির কালো হাত ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দেও।নির্বাচন না দিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলা হবে।

গত সোমবার রাত থেকেই কেরু ক্যাম্পাসজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়া এবং নেতৃত্ব সংকটের কারণে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়।

বর্তমানে কেরু ক্যাম্পাস এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোন সময় রক্তক্ষয়ীর সংঘর্ষ ঘটতে পারে। এ ঘটনায় দর্শনা কেরুজ ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, আমি সব কিছু সদর দপ্তরকে জানিয়ে দিয়েছি। তারা সিদ্ধান্ত দিলে আমি আন্দোলনকৃত শ্রমিকদের জানাবো। এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি তদন্ত সুলতান মাহমুদ বলেন, আমরা সব সময় আইন শৃংখলা বজায় রাখার জন্য যা যা দরকার আমরা তাই করবো।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সাবেক সভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্স বলেন, আগামী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের দাবি না মানলে আবার সকাল ১০ টা থেকে লাগাতার কর্মসূচী দেওয়া হবে।